যুগান্তর

তারিখ ... NOV 13 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ?

রাজধানীতে ভর্তিযুদ্ধ

তি বৎসর নভেম্বরের সময় মহানগরীর স্কুলপড়ুয়া শিশুর মা-বাবাদের জন্য যেন এক যুদ্ধের হইয়া আসে। অন্তত যেই সকল অভিভাবক সন্তানদের নামিদামি স্কুলে ভর্তি করাইতে চাহেন তাহারা পূর্ব হইতেই সন্তানদের নিবিড় ভর্তি কোচিং করাইয়া প্রস্তুত করেন। এই প্রস্তুতির শে পর্যায়ে নামকরা স্কুলগুলির ফরম সংগ্রহ অভিযান চলে। গত পরশু এমনই এক ভর্তিযুদ্ধে আ হইয়াছেন ৫ মহিলা অভিভাবক, যাহারা শিশুর জন্য ফরম সংগ্রহে গিয়াছিলেন ভিকারুননিসা নূন স্কুলে। এই স্কুলের মূল শাখায় দুইশত টাকা মূল্যের ফরম ৬টি বুথের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা থাকিলেও প্রচণ্ড ভিড়ে শত শত অভিভাবক নাজেহাল হইয়াছেন। ইহা পুরাতন দৃশ্য। নূন স্কুলসহ রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলিতে এই ধরনের ভিড় প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে এব অভিভাবকদের নানা হয়রানির শিকার হইতে হয়। ফরম ফুরাইয়া যাওয়া বা আগে-পরে কিনিবার মধ্যে কোন তফাৎ নাই, উহার পরেও কেন অভিভাবকদের এহেন কাড়াকাড়ি করি ফরম সংগ্রহের তোড়জোড় চলে? নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ জানাইয়াছেন, এই ঠেলাঠে কোন প্রয়োজন ছিল না। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, ভালো অন্য স্কুলগুলিতেও একইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিবে। ইহার একটাই কারণ, ভালো স্কুলগুলিতে সন্তানকে ভর্তি করাইবার প্রতিযোগিতা। কিন্তু সেই আশা সকলের পূরণ হইবে না। ভালো, নামি, দক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা মহানগরীতে অত্যন্ত কম। রাজধানীতে সহস্রাধিক স্কুল থাকিলেও ৩৫টি স্কুল মোটামুটি মানসম্পন্ন। আবার উহার মধ্যে হাতে-আঙুলে গোনা ভালো স্কুলের ম ভিকারুননিসা নূন একটি। ৬টি বুথে ফরম বিক্রয় না করিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি ১৪-১৫টি বু কিংবা বিভিন্ন ব্যাংকের চিহ্নিত শাখায় ফরম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে এইরকম দুর্ঘটনা ঘটিবার আশংকা থাকিত না। আমাদের প্রত্যাশা ভিকারুননিসা নূনের অভিজ্ঞতা হই রাজধানীর অন্যান্য নামি স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা লইবে, যাহাতে এমন অমানবিক পরিস্থিতিতে কাহাকেও পড়িতে না হয়। ভর্তিযুদ্ধে এই বৎসরও লক্ষাধিক শিশু শামিল হইবে। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১০-১২ হাজার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভালো স্কুলে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে। বাকিরা কোথায় ভর্তি হইবে? এই প্রশ্নের আপাতত সদুত্তর নাই। তবে রাজধানীর অন্য স্কুলগুলির মানোন্নয়ন জরুরি। এই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, পরিদফতর, বোর্ড, এনসিটিবিসহ সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষেরই যেন কোন মাথাব্যথা নাই। যদি সত্য সত্যই তাহা মনে এই প্রশ্ন জাগিত, তাহা হইলে এতদিনে এই সংকট উত্তরণে সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের সর্বাত্মক প্রয়াস লওয়া হইত। প্রশাসনের এই ধরনের নিস্পৃহতা এ অদূরদর্শিতার ফলে আজ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া হইয়া উঠিয়াছে যুদ্ধের শামিল। চলতি নভেম্বর মাস এবং ডিসেম্বর জুড়িয়াই চলিবে এই সংগ্রাম। ইহাতে শিশুদের মনের উপর মানসিক চাপ পড়িবে। খেলাধুলাবিহীন নগর-শিশুরা এমনিতেই মানসিক দীনতায় বড় হইতেছে। তাহাদের সুস্থ-সবল-সাবলীলভাবে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ করিয়া দিবার দায়িত্ব সরকারের এবং সমাজ-নেতাদের, ইহা যেন তাহারা বিস্মৃত না হন। তাহাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের উপরই নির্ভর করিতেছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। অতএব অবিলম্বে নগরীতে